যুগান্তর

তারিখ 18 JUL 2005

গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

৮০ থেকে ১০০'র মধ্যে আরেকটি স্তর করার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

গ্রেডিং পদ্ধতি নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে। গ্রেডিং পদ্ধতিতে সময়ের পরিবর্তনে জিপিএ-৫সহ ভাল ফলাফলকারীর সংখ্যা বাড়লেও তা সংশোধন এমনকি বাতিলের দাবিও করছেন তারা। অবশ্য অনেকে একে স্বাগতও জানান।

গতকাল এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপকালে অনেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল থেকে বিজ্ঞানে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রী ফাতেমা জান্নাত মৌ বলেন, যদিও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে জিপিএ'র ভিত্তিতে ফল নিরূপণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে মেধা সঠিকভাবে মূল্যায়ন হয় না। কেননা এতে কে ফার্স্ট বা সেকেন্ড হল তা জানা যায় না। সারাহাত আফরোজ অথৈ নামে অপর ছাত্রী বলেন, গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার দরকার। তিনি বলেন, এ প্লাসের ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ১০০-র দূরত্ব খুব বেশি হয়ে যায়। অন্য গ্রেডের মতো এখানেও ১০ ব্যবধান রেখে আরেকটি স্তর করা দরকার। কলেজে মেয়ের রেজাল্ট নিতে এসেছিলেন অভিভাবক মিল আফরোজ। তিনি বলেন, খারাপ বা মধ্যমমানের ছাত্রীদের জন্য জিপিএ পদ্ধতিতে ফল প্রকাশ ভাল। তিনি বলেন, সনাতন পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ হলে আমার মেয়ে তাহনুমা রিফাত চৌধুরী স্ট্যান্ড করত। তাহলে কিভাবে বলি গ্রেডিং সিস্টেম ভাল।

প্রিয়াংকা ইসলাম নামে এক ছাত্রী বলেন, ৮০ থেকে ১০০'র মধ্যে আরেকটি ভাগ করে শেষ স্তরটি 'গোল্ডেন স্টেজ' নাম দেয়া উচিত। এতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখার প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে বলে তিনি মনে করেন।

তবে সার্বিকভাবে গ্রেডিং পদ্ধতির প্রশংসা করেছেন অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক। হলিক্রস কলেজের এক শিক্ষিকা বলেন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আমাদের পরীক্ষার ফলাফল এতদিন প্রত্যাখ্যাত হতো। গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফল নির্ণয়ে তা এখন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে গেছে। তবে এ নিয়ে আরও ভাবা যায় বলে তিনি জানান।